যুগান্তর

JAN. 07 2002

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

পাঠ্যপুস্তক বেরুনোর আগেই নোট বইয়ে বাজার সয়লাব

আবদুল মান্নান

পাঠ্যপুস্তক বাজারে আসার আগেই প্রাথমিক থেকে শুরু করে মাধ্যমিক পর্যন্ত নিম্নমানের নোট বইয়ে বাজার ছেয়ে গেছে। টেস্ট পেপার, গাইড বই, সাজেশন ইত্যাদি নামে বিভিন্ন ধরনের নোট বই শিক্ষার্থীর জীবনকে তছনছ করে ফেলছে। এ অবস্থায় অভিভাবকরা সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন। পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কর্মকর্তারা অবশ্য বলেছেন, নোট বইয়ের বিষয়টি দেখার দায়িত্ব পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নয়। নোট বই ছাপানো ও বিক্রি দেশের প্রচলিত আইনে নিষিদ্ধ। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে লাখ লাখ নোট বই, টেস্ট পেপার, গাইড বই এবং সাজেশন বুকে ঢাকার বাংলাবাজার, নীলক্ষেত মার্কেট, বাবুপাহ মার্কেট, নিউমার্কেটসহ সারাদেশের বইয়ের বাজার সয়লাব হয়ে গেছে। আসল বই না পাওয়া গেলেও বাজারে নোট বইয়ের কোন অভাব নেই। আর এসব বইয়ের দামও নেয়া হচ্ছে অনেক বেশি। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, এ ব্যাপারে আইন থাকলেও তার প্রয়োগ নেই। এ কারণেই নোট বইয়ে বাজার সয়ে গেছে। আদিল ব্রাদার্স, কাজল ব্রাদার্স, পাঞ্জেরী, অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী, গ্যালাক্সি, বর্ণমালা ইত্যাদিসহ নামে-বেনামে বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা এসব নোট বই ছাপিয়ে বাজারজাত করছে এবং কোমলমতি শিক্ষার্থীদের বিপথগামী করে কোটি কোটি টাকা লুটে নিচ্ছে। এ ব্যাপারে নীলক্ষেত বই বাজারের

এ ব্যাপারে আইন আছে, প্রয়োগ নেই

একজন ব্যবসায়ী জানান, প্রকাশকরা ছেপে বাজারজাত করেন। আমরা ব্যবসায়ীরা কিনে তা বিক্রি করে থাকি আমরা কোন অন্যায় করছি না। আইন প্রয়োগ করা ও নোট বই প্রকাশ বন্ধ করা সরকারের কাজ। নোট বই ছাত্রছাত্রীদের অপকার করছে কিনা তা দেশের শিক্ষাবিদ ও শিক্ষকরা ভাল বলতে পারবেন। এ ব্যাপারে আমাদের করার কিছু নেই

অন্যদিকে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. মফিজুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, নোট বই, গাইড বই ইত্যাদি ধরনের বইগুলো ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানকে সীমিত করে ফেলে। নোট বই পড়ার ফলে ধারণাবাহ জ্ঞান গণ্ডিভুক্ত হয়ে পড়ে। কর্মজীবনে প্রবেশ করতে তারা হিমসিম খায়। নোট বই বাজারে থাকা উচিত নয়। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকদের উচিত হবে পাঠ্যবই মনোযোগ দিয়ে পড়ানো এবং আসল বই পড়ার ওপর জোর দেয়া। নোট বই যাতে বাজারে না আসতে পারে সেজন্য সরকার বিদ্যমান আইন প্রয়োগ করে ব্যবস্থা নিতে পারে।

এছাড়া বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ যুগান্তরকে বলেন, বাজারে নোট বই থাকার ফলে শিক্ষার মান নষ্ট হচ্ছে। শিক্ষার্থীর নিজস্ব উদ্যমে ভাটা পড়ছে। তিনি বলেন, সব বিষয়ে ভাল শিক্ষক না থাকায় ছাত্ররা নোট বই পড়তে অনেক সময় বাধ্য হয়। প্রাইমারি স্কুলে বৃত্তি পরীক্ষার জন্য টেস্ট পেপার বের করার অনুমতি না থাকলেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি তা করে থাকে। সয়লাব : পৃষ্ঠা : ১৩ কলাম : ৩

সয়লাব : নোট বই

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

এসব টেস্ট পেপার, নোট বই ও গাইড বইয়ে যা খুশি ইচ্ছেমতো ছাপা হচ্ছে এবং এসব নোট বই পড়ে ছাত্রদের তেমন উপকার হয় না। তাঁর মতে পরিবার থেকে নোট বই না পড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে। এছাড়া ভাল শিক্ষক তৈরির মাধ্যমে এবং আইন প্রয়োগ করে নোট বইয়ের ব্যাপারে সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।